— কুশীলব —

অহীন্দ্র চৌধুরী
জহর গাঙ্গুলী
ধীরাজ ভট্টাচার্য্য
রেণুকা রায়
সাবিত্রী
পূর্ণিমা
পুলিন সরকার
তুলসী চক্রবর্ত্তী
ললিত চট্টোপাধ্যায়
নৃপতি চট্টো, শ্যাম লাহা, আশু বোস, সন্তোষ সিংহ, বৃন্দাবন চট্টো, রাজলক্ষ্মী, শতদল, দুনিয়াবালা, অনিল সিংহ, কল্লু ভকত, উষা, নমিতা প্রভৃতি।

— সহকারিগণ —

পরিচালনায় —	পশুপতি ও শিবনাথ
সুরশিল্পে —	কালীপদ ও সত্যদেব
চিত্র-শিল্পে —	গোপাল
শব্দ-যন্ত্রে —	সিদ্ধি
সম্পাদনায় —	রবীন
রসায়নাগারে —	শম্ভু, দীনবন্ধু, মজু, সুবেশ, গোপাল ও সামান্য।

ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ—কলিকাতা
12-10-45

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও
—প্রযোজিত—

কলঙ্কিনী

কাহিনী ও পরিচালনা—
জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

গীতকার —	প্রণব রায়
সুর-শিল্পী —	কুমার শচীন দেববর্ম্মণ
চিত্র-শিল্পী —	সুধীর বসু
শব্দ যন্ত্রী —	জে, ডি, ইরাণী
সম্পাদক —	বিনয় ব্যানার্জী
রাসায়নিক —	ধীরেন দাশগুপ্ত
স্থির-চিত্র —	সত্য-সান্যাল
শিল্প-নির্দ্দেশক —	বটু সেন
নৃত্য-পরিকল্পনা —	পিটর গোমেশ
ব্যবস্থাপক —	সুধীর সরকার
তত্ত্বাবধায়ক —	দাউদ চাঁদ

ইউনিটি ফিল্ম এক্সচেঞ্জ
—রিলিজ—

মূল্য দুই আনা

কাহিনী

বিনয় আর বীণার বিয়ে হয় একান্ত পঞ্চশরের নির্বন্ধে। মানে, এদের মিলন-নীতি সম্পূর্ণ আধুনিক যুগের। তাই প্রেমে একনিষ্ঠতা থাকলেও, এদের স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটা যেন সখা আর সখীর অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয়ে পড়ে। তার উপর বীণা বিনয়ের শুধু গৃহিনী নয়, গার্জ্জেনও। নিজের ঘরের সমস্ত দায়িত্ব এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তার হাতে। তার সংসারে শ্বাশুড়ী, ননদ, জা, ভাসুর, দেবর বা ঘট, পট ও ঠাকুরের কোন বালাই নেই। বরং দুটো দামী কুকুর আছে—একান্নবর্ত্তী পরিবারের অভাব মেটাতে।

বিনয় ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট এম, এ হ'লেও বেকার—ঘরে বসে সে, রাধাকৃষ্ণ প্রেম সম্বন্ধে গবেষণা করে—আর তার ধারণা অদুর-ভবিষ্যতে একদিন তার লেখা সাহিত্যক্ষেত্রে আন্‌বে যুগান্তর এবং তাতেই আস্‌বে তার আর্থিক স্বচ্ছলতা। বীণা এক মেয়ে স্কুলের হেড-মিষ্ট্রেস। তা'ছাড়া কয়েকটা টিউশনী কোরে স্বামী-স্ত্রীতে ভদ্রভাবে থাকবার মত উপার্জ্জন সে করে।

স্ত্রীর রোজগারে স্বামীর গ্রাসাচ্ছাদন বাঙলাদেশে এক অভিশাপ; তাই সামান্য ব্যাপার নিয়ে অজ্ঞাতসা'রে এদের দাম্পত্যজীবনে ধরতে লাগল ফাটল। এদিকে স্ত্রীর দর্শনপ্রার্থীদের ঘন ঘন যাতায়াতে বিনয় যত ক্ষুব্ধই হোক্, বাইরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া তাদের ওপর আর কিছুই করে না—শুধু মনে মনে চণ্ডীদাস আওড়ায় "আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমারই আঙ্গিনা দিয়া, সই কেমনে বাঁধিব হিয়া"। যাই হোক, কখনও মিল কখনও গরমিলে স্বামী-স্ত্রীর দিন একরকম কেটে যাচ্ছিল।

কিন্তু একবার খেয়ালের ঝোঁকে যা আরম্ভ হয় তার শেষ হয় অনেক দূরে, এবং তা' কেবল বেড়েই চলে নিজের দ্রুত-গতিতে। বীণা চায় পুরুষের সঙ্গে মিলে মিশে

নারীশিক্ষা ও নারী-স্বাধীনতা বিস্তার কোরতে। গত দুর্ভিক্ষের সময়, যখন বাঙলা দেশকে সাহায্য কোরতে সমগ্র পৃথিবী মুষ্টি-ভিক্ষার জন্য হস্ত প্রসারণ কোরল, তখন বীণা কোরল তার স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রিগণ দ্বারা এক নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা। শহরের বহু ভদ্রলোক ও ভদ্র-মহিলার কাছে সে টিকিট বিক্রয় কোরল — উদ্দেশ্য, অভিনয়ের বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রধানমন্ত্রীর রিলিফ ফণ্ডে প্রেরণ কোরে নিজের স্কুলটার সুনামও প্রতিষ্ঠা করা। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মিষ্টর চৌধুরী নিজে কাঞ্চনবান, থিয়েটার কোরে দরিদ্র-সেবার ততটা পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। কিন্তু, সেক্রেটারী মিষ্টর সেনের দৃঢ় বিশ্বাস—বীণা দেবীর মত সুন্দরী ও বিদুষী ভদ্রমহিলা, রঙ্গ-মঞ্চে না নামলে, স্ত্রীশিক্ষার যেমন কোন অর্থ হয় না, তেমনি জাতির অগ্রগতিও হয় নিরর্থক।

প্রিয়দর্শনা, সুগঠিত-দেহা ও আলোকপ্রাপ্তা বীণাকে দেখে অবধি নিজের সরলপ্রকৃতি পল্লীবাসিনী স্ত্রীতে সেনের আর মন ওঠেনা। অতএব বীণার সঙ্গে আলাপটা ঘনভাবে জমাবার জন্যে সে অস্বাভাবিকভাবে উদ্‌গ্রীব হয়ে উদয়-অস্ত সুযোগ খুঁজে বেড়াত। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, একথা আর কেউ জানতে না পারলেও বিনয়ের কুকুর এটা টের পেয়েছিল। তাই সেনকে দেখলেই সে মহা চীৎকার জুড়ে দিত।

যাই হোক্, বিনয়ের মনে সন্দেহ হতে থাকে, মিষ্টর চোধুরী ও সেনের সঙ্গে বীণার মেলামেশা হয়তো সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ নয়। বিনয়ের অন্যায় সন্দেহে বীণা বিরক্ত হয় ও তার আপত্তি সে অগ্রাহ্য করে। ক্রমশঃ স্বাধীনা, শিক্ষাপ্রাপ্তা ও উপার্জ্জনক্ষমা বীণার মনে বেকার স্বামীর প্রতি অনুকম্পা ও অশ্রদ্ধার ভাব জেগে ওঠে।

এদিকে বিনয় ভাবে বিয়ের গরজটা তার যদিও কিছু বেশী ছিল, তাই বলে, দাম্পত্যের সেই সনাতন আদর্শকে খাটো করে বীণা যার তার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা কোরে বেড়াবে,—আর সে স্বামী হয়ে নীরবে তা' সহ্য কোরবে, এত পঙ্গু-স্বামী সে নয়!

তবু বিনয় নিজের অসহায়ত্ব উপলব্ধি কোরে নীরবেই থাকে, আর তার রাধাকৃষ্ণের প্রেম-তত্ত্ব আলোচনা করে।

এম্নি করে দিন যায়—

কিন্তু, নীরব থাকা বিনয়ের পক্ষে সত্যিই অসম্ভব হ'ল তখন, যখন সে শুনলে স্কুলে মেয়েদের থিয়েটারে বীণা প্রধান ভূমিকায় অভিনয় কোরবে। চাকরী ও অবাধ মেলামেশা সে কোনমতে সহ্য কোরেছিল; কিন্তু ষ্টেজে অভিনয় করাটা সে কোনমতেই বরদাস্ত কোরতে পারল না। এবং বিনয়ের সহ্যের সীমা বীণা তখনই অতিক্রম কোরল, যখন সে স্বামীর শত আপত্তি সত্ত্বেও গেল থিয়েটার কোরতে।

এই সামান্য ঘটনাই স্বামী বিনয়ের মনে ঘটালো এক নিদারুণ ব্যথার বিদ্রোহ!

বিনয় তার স্ত্রীর প্রকৃতি ও সত্যকার প্রাণের কথার সম্যক পরিচয় না পেয়েই কুলবনিতাকে বারবণিতার মত কলঙ্কিনী ভেবে স্ত্রীর প্রতি কোরল অবিচার।—বিনয় বাড়ী ছেড়ে হ'ল নিরুদ্দেশ। আর এদিকে বীণা বাড়ী ফিরে এসে বিনয়কে না দেখে গেল স্তম্ভিত হয়ে!

বীণার স্বামী-ভক্তির চেয়ে স্বামী-প্রীতি ছিল অভ্যাসগত স্বভাব। তাই এই সামান্য কারণে তাদের এই দাম্পত্য-সখ্যতায় যে বিরোধ বাধতে পারে তা' সে কখনও বিশ্বাস করতে পারেনি।

যাই হোক, বীণা নিজের ভুল বুঝ্‌তে পারল। বিনয়কে ফিরে পাবার জন্য সে সব চেষ্টাই কোর্‌ল—এমন কি বিনয়কে খুঁজে বার কর্‌বার জন্য হুতাশ হালদার নামক এক গোয়েন্দাকেও নিয়োজিত করা হ'ল—কিন্তু ফল কিছুই হ'ল না।

এদিকে বিনয় একেবারে বম্বে গিয়ে হাজির। কিন্তু ভাগ্য মানুষের অলক্ষ্যেই রচিত হয়—কে তা' খণ্ডাবে! তাই বিনয় একদিন চাকরীর চেষ্টায় ঘুরতে ঘুরতে পড়ল গাড়ী চাপা। সেই গাড়ীতে ছিল বম্বের বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী মিষ্টর সরকারের মেয়ে ও ভাবী জামাই।—বিনয়কে তারা নিয়ে এল মিঃ সরকারের বাড়ীতে। এখানে সেবা ও শুশ্রূষায় বিনয় ধীরে ধীরে হ'ল সম্পূর্ণ সুস্থ—এবং নিজের পরিচয় গোপন কোরে

মিষ্টর সরকারের বাড়ীতেই থেকে গেল চাকরের কাজ নিয়ে। মিষ্টর সরকারের মেয়ে — মণিকা ক্রমশঃ বিনয়ের প্রতি হ'ল আকৃষ্ট, এবং তার সন্দেহ হতে লাগল যে বিনয় হয়ত তার সত্য পরিচয় গোপন রেখেছে। এম্‌নি সন্দেহ করবার কারণও ঘটেছিল—

একদিন, বিনয় "কলঙ্কিনী" নামে নিজের জীবন-কাহিনী দিয়ে এক গল্প লিখছে—এমন সময় মণিকা সেই ঘরে এসে পড়ে। বিনয় ধরা পড়েও নিজের পরিচয় দিল না—সে বোঝাতে চায় তার মস্তিষ্ক বিকৃত।

এদিকে কোন এক পত্রিকায় বিনয়ের এই "কলঙ্কিনী" গল্প বের হতে থাকে।

তা' দেখে মিষ্টর চৌধুরী নিয়োজিত প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ হতাশ হালদারের সন্দেহ হতে থাকে এই "কলঙ্কিনী"র লেখক নিশ্চয় ছদ্মবেশী বিনয়।

এই বিশ্বাসে ভিত্তি করে একদিন মিষ্টর চৌধুরী, বীণা ও ডিটেক্‌টিভ হালদার বম্বে যাত্রা কোরলেন।

এদিকে "কলঙ্কিনী" গল্পটি বম্বের কোন এক ষ্টুডিওর কর্ত্তৃপক্ষ কিনতে চাইল মোটা টাকায়।

মণিকার প্রণয়ী ডাঃ দত্ত বরাবরই বিনয়কে সন্দেহের চক্ষে দেখে—হয়ত বিনয় ও মণিকার মধ্যে কোন গোপন ভালবাসার সূত্রপাত হয়েছে। মণিকাও সেইদিনের ঘটনার পর, বিনয়কে প্রবঞ্চনার জন্য দায়ী করে এবং কোন কারণে অরুণের ভালবাসা তার কাছে কৃত্রিম বলে মনে হয়।

বিনয়কে কেন্দ্র করে যখন বোম্বায়ে মিঃ সরকারের বাড়ীতে এম্‌নি একটি পরিস্থিতির সংঘটন হচ্ছে—তখন একদিন সকল দ্বন্দ্ব ও সন্দেহের সমাধান হয়ে গেল এক মধুর মিলনের পরিসমাপ্তিতে।

— এক —

কাজল নয়ন অচিন মেয়ে এই পথে সে যায়
কি নাম তার মনের ভুলে শুধাইনিক তায়
হয়ত কুহু, সে হয়ত কেকা
যে নাম তারে দাওনা কেন সকলই মানায়
কাজল নয়ন অচিন মেয়ে এই পথে সে যায়।
নাম না-জানা অচিন ছেলে, এই পথে সে যায়
চপল আঁখি যেন বনের পাখী, ফিরে, ফিরে চায়;
সে কি দিনের বকুল—না রাতের হেনা,
সে কি অচেনা মোর—না আধেক চেনা?
সে পরাণে মোর যেন কুসুম ডোর, গোপনে জড়ায়;
কাজল-নয়ন অচিন মেয়ে
নাম-না-জানা অচিন ছেলে।

— দুই —

রিম ঝিম্, রিম ঝিম্ ঝরে আজ বৃষ্টি!
আধ আলো, আধ ছায় স্বপ্নের সৃষ্টি!
রিম ঝিম্।
সারাদিন যত কাজ থাক না পড়ে,
নাম ধরে কানে কানে ডাক আদরে
নয়নে মিলাও তব নয়নের দৃষ্টি;
আঁখির মায়ায় তব স্বপ্নের সৃষ্টি॥
ভালবাসা দিয়ে ঘেরা এই ভুবনে
আমরা দুজন,
বাদলের সুরে সুরে পাখির মতন
করব কূজন।
তুমি আর আমি, এইত ভালো
আছে ফুল, আছে গান, আছে তো আলো
বাদলের নিশি তাই লাগে এত মিষ্টি,
আমাদের ছোট ঘরে স্বপ্নের সৃষ্টি॥

— তিন —

বাসবদত্তা—তোমারি পথে আজি মোর অভিসার
সুন্দর হে! সুন্দর হে!
কুসুম শয়ন মোর বিজন ঘরে,
রেখেছি পাতি আজি তোমারি তরে,
মিনতি রাখ, রাখ হে প্রিয় আমার—
সুন্দর হে! সুন্দর হে!
উপগুপ্ত—হে অভিসারিকা, ফিরে যাও—ফিরে যাও,
ক্ষণিক মায়ায় কেনবা ভুলাতে চাও?
ফিরে যাও, ফিরে যাও!
বাসবদত্তা—লহ মোর মণিহার, লহ কঙ্কন,
রূপের পদ্ম লহ, লহ যৌবন,
ফিরায়োনা হে নিঠুর ফিরায়োনা আর—
তোমারি পথে আজি মোর অভিসার!
সুন্দর হে! সুন্দর হে॥

— চার —

তুমি যবে ছিলে সাথে—
দিনগুলি মোর ছিল মিলন-মধু
স্বপন মায়ারাতে !
সেদিন আমার বসুন্ধরা,
কুসুমে গানে ছিল যে ভরা,
তুমি কাছে নাই, এ ফাগুন তাই,
ফিরে যায় বেদনাতে !
কথা ছিল গো একটি মালায়
দুটি হিয়া বাঁধা রবে ;
দু'দিনের এই আঁখির আড়াল
সে কি মনের আড়াল হবে?
বিরহে তব ভুবন আঁধার,
এস ফিরে এস উদাসী আমার,
নয়ন মম, প্রদীপ সম,
জেগে রয় সেই আশাতে !

— ছয় —

আমাদের স্বপ্নের ভুবনে
তুমি আর আমি রব দুজনে,
এই ভালো, এই ত ভালো।
আমাদের স্বপ্নের ভুবনে ॥
আমাদের স্বপ্নের ভুবনে
দুটি পাখি গান গায় দুজনে
দুটি তারা দেয় যে আলো
এই ভালো, এই ত ভালো।
মিলনের এল মধুরাতি গো
আজ শুধু কাছে থাক, সাথী গো
দূরে যাক আঁধার কালো
এই ভালো, এই ত ভালো।
মনে মনে হোল যদি মিতালী
পরাণে বাজুক নব গীতালি,
মিলনের প্রদীপ জ্বালো
এই ভালো, এই ত ভালো।

— পাঁচ —

আজ বসন্ত দোল দিয়েছে রে
ফুল পরীরা দুলে দুলে নাচে।
কোন সে অলির পরশ লাগি,
ফুলের হিয়া উঠল জাগি
সে বুঝি মোর স্বপন প্রিয়
(মোর) আঁখিতে যার ছবি আঁকা আছে ॥
সে আসবে বলে প্রাণের মাঝে
ভালবাসার বেণু বাজে ;
হৃদয় মম, কুসুম সম,
তারি হিয়ার পরশন যাচে ॥
দোল দিয়েছে, দোল দিয়েছে, দোল দিয়েছে রে।